দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রশ্ন কমিটি প্রয়োজন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়ালেখার মান উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপগুলো প্রশংসনীয়। তবে গড় পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ সেই তুলনায় ঠিকমত হচ্ছে না। এসএসসি-তে এ গ্রেড পেয়েও কিছু শিক্ষার্থী এইচএসসিতে ইংরেজিতে ফেল করছে। আবার অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের পরীক্ষায় সব সময় গণিত ও ইংরেজিতে এ বা এ+ পেলেও এসএসসিতে এ-র চেয়ে ভালো করতে পারে না। নিয়মের কোচিং বা প্রাইভেট ব্যাচে পড়া শিক্ষার্থীদের অসৎ শিক্ষকগণ সাজেশন দেয়, যার ৯০ ভাগই স্কুলের মূল পরীক্ষার প্রশ্নে পাওয়া যায়। আবার মডেল টেস্টের নামে আসল প্রশ্নই বিক্রি করা হয়। এছাড়া কিছু অদক্ষ শিক্ষক গাইড বই থেকে নমুনা প্রশ্ন কপি করে স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করে যা অধিকাংশ শিক্ষার্থী আগে থেকেই জানে। শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের জন্য সঠিকভাবে পরীক্ষা নেয়া জরুরি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলো গত ৬/৭ বছরের এসএসসিতে গড় পাসের হার ও শিক্ষকদের যোগ্যতা বিবেচনা করে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রতি উপজেলার 'ক' গ্রেডের স্কুলগুলো থেকে ১ জন করে শিক্ষক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। একইভাবে 'খ' গ্রেডের স্কুলগুলোর জন্য থাকবে পৃথক কমিটি। এই কমিটির কোনো সদস্য একসঙ্গে ৪ বছরের বেশি সময় থাকতে পারবেন না। এই কমিটিতে উপজেলার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ৩য় শিক্ষকদের পর্যবেক্ষক হিসেবে নেয়া যেতে পারে। এই কমিটি প্রতি বিষয়ের জন্য অন্তত তিনজন শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে সবচেয়ে ভালো প্রশ্নটি নির্বাচন করবেন এবং সেই প্রশ্নে উপজেলার 'ক' বা 'খ' শ্রেণীর সব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাখাওয়াত হোসেন,
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ,
দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।